উপক্রমণিকা

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১০(৪) ও ১০(৫) ধারা অনুযায়ী মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রস্তুত করা হয়। এ আইনের আলোকেই ৬২ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেট কাঠামো সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এ "মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮"। এতে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১০(৪) ধারা অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন এবং পরবর্তী ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে আর্থিক তথ্যাদি ছাড়াও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মিশন স্টেটমেন্ট, প্রধান কার্যাবলি, কৌশলগত উদ্দেশ্য, প্রধান কার্যক্রম, অগ্রাধিকার খাত ও কর্মসূচি, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং গৃহীত কার্যক্রমের বিপরীতে কাঙ্খিত ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১০(৫) ধারা অনুযায়ী সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে অর্থ বরাদ্দ ও অর্থ বরাদ্দের সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

২. এমটিবিএফ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা

এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বাজেট বরাদ্দের সাথে কর্মকৃতির (Performance) সুস্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। বাজেট প্রণয়নে এ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠাসহ সরকারের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদে সম্ভাব্য সম্পদসীমা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আগাম ধারণা প্রদান করা হয়। এতে সরকারের নীতিনির্ধারণী দলিলসমূহে প্রতিফলিত কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয়ের বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এ পরিকল্পনায় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদে পণ্য বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল (Output) এবং দীর্ঘ মেয়াদে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কি ধরণের ইতিবাচক প্রভাব (Outcome) সৃষ্টি করবে এর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামোর (এমবিএফ) গঠন

প্রতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের শুরুতে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ থেকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন সংক্রান্ত বাজেট পরিপত্র-১ জারি করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থ বছরের ২য় প্রান্তিকে আগামী ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে বাজেট পরিপত্র-১ জারি করা হয়েছে। উক্ত পরিপত্রে বাজেট কাঠামো প্রণয়নের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। বাজেট কাঠামোতে দু'টি প্রধান ভাগ (Parts) এবং ৬টি অংশ (Sections) অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রথম ভাগ (Part-A) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে এবং দ্বিতীয় ভাগ (Part-B) প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থা। বাজেট পরিপত্র-১ অনুযায়ী বাজেট কাঠামোর গঠন (বক্স-১) নিম্নরূপ:

বক্স-১: বাজেট কাঠামোর (MBF) গঠন

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো-প্রথম ভাগ (মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণীয়)		মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো-দ্বিতীয় ভাগ (অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ অধস্তন দপ্তর/ প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট/সংস্থা কর্তৃক পূরণীয়)	
অংশ-১ :	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি	**অংশ-৬.১:**	অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধস্তন দপ্তর/প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন
অংশ-২ :	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ	**অংশ-৬.২:**	কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা
অংশ-৩ :	দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য	**অংশ-৬.৩:**	অপারেশন ইউনিট, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম/স্কিম/ প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ
অংশ-৪.১:	অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ		
অংশ-৪.২ :	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮):		
অংশ-৪.২.ক:	দপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট ওয়ারি ব্যয়		
অংশ-৪.২.খ :	অর্থনৈতিক গ্রুপ কোডওয়ারি ব্যয়		
অংশ-৫ :	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)		

৪. এমবিএফ প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি

এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতায় বর্তমানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করছে। কর্মকৃতি ভিত্তিক এ বাজেট কাঠামোতে কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives), কার্যক্রম (Activities), প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক (Output Indicator) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি নির্ধারণী পর্যায়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও অগ্রাধিকার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা এবং বাজেট প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন করে নির্দেশকসমূহ চিহ্নিত করে এর বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা না হলে সামগ্রিকভাবে এ প্রক্রিয়ার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে না। এ কারণেই, মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমবিএফ প্রণয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, এ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কনসেপ্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর বাজেট পরিপত্র জারির পর অর্থ বিভাগ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ মেয়াদের বাজেট প্রস্তুতিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকৃতি (Performance) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (এমবিএফ)-এ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রাক্কলিত ও প্রক্ষেপিত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে বাজেট বছর এবং পরবর্তী দুই অর্থবছরে যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে এর একটি তালিকা বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থার নামসহ বিবৃত থাকে। পাশাপাশি প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে ফলাফল (Output) নির্দেশক মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী সমাপ্ত বছরের প্রকৃত অর্জনসহ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করে মধ্যমেয়াদে কি প্রভাব (Outcome) সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তা উপযুক্ত নির্দেশকের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী সমাপ্ত অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করা হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ তথা সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম করা।

৬. এমবিএফ প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

বাজেট পরিপত্র-১ এর সাথে এমবিএফ-এর গঠন কাঠামো প্রণয়নের দিকনির্দেশনা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ/অধিশাখা উক্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে এমবিএফ প্রণয়ন/হালনাগাদ করে থাকে। অতঃপর মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের (BWG) সভায় এমবিএফ পর্যালোচনা করা হয়। বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক এমবিএফ পরীক্ষা করার পর মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ উপস্থাপন করা হয়। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের পর তা অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত এমবিএফ পরীক্ষা করে এ সম্পর্কিত মন্তব্য ত্রি-পক্ষীয় সভায় উপস্থাপন করে। অতঃপর ত্রি-পক্ষীয় সভার পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা/নিরীক্ষার পর সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এমবিএফ চূড়ান্ত করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট বরাদ্দের সাথে কার্যক্রম ও কর্মকৃতির যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় এ কাঠামো মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ও কার্যকারিতা যাচাই ও পরিবীক্ষণে সহায়ক। সরকারের নীতি-কৌশলে নির্দেশিত পথ অনুসরণ এবং সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।